14

তারিখ 14 DEC 1994
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

আজকের কাগজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাচন

৩টি প্যানেলের ৪৫ জন ১৫টি পদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে

শাহ নিসতার জাহান : আগামী ২২ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন। গতকাল ছিলো মনোনয়ন জমার শেষ দিন। আগামীকাল প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন। অন্যান্য বারের মতো এবারও নীল, গোলাপী ও সাদা-এ তিন প্যানেলে শিক্ষকরা নির্বাচন করছেন। এ বছর সাদার একটি প্যানেলই হয়েছে। গত বছর সাদার দু'টি প্যানেল ছিলো।

তিনটি প্যানেল থেকে ১৫টি পদ নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ৪৫ জন শিক্ষক। এদের মধ্যে নীল প্যানেলের সভাপতি এটি এম জহুরুল হক (অর্থনীতি)। সাধারণ সম্পাদক পদে অধ্যাপক স ম ইমামুল হক (আইবিএ) মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এছাড়া সহ-সভাপতি ডঃ সুলতানা শফি (পদার্থ বিদ্যা), কোষাধ্যক্ষ পদে ইফতেখার গণি চৌধুরী (আইবিএ), যুগ্ম সম্পাদক পদে ডঃ মুহম্মদ হোসেন মনসুর মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। গোলাপী প্যানেলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনয়ন দিয়েছেন-যথাক্রমে অধ্যাপক এ কে. মনোয়ার উদ্দিন আহমদ (অর্থনীতি), অধ্যাপক মহিউদ্দিন আহমদ (ব্যবস্থাপনা)। এছাড়া সহ-সভাপতি পদে ডঃ নজরুল ইসরাম (সমাজ বিজ্ঞান), কোষাধ্যক্ষ ডঃ মঈনুদ্দিন কামাল (মার্কেটিং) ও যুগ্ম সম্পাদক

■ আরো খবর ২-এর পাতায়

৩টি প্যানেলের ৪৫ জন ১৫টি

১২ পাতার পর

পদে অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। সাদা প্যানেলে থেকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে অধ্যাপক আবুল কালাম (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) ও ডঃ কামরুল আহসান চৌধুরী (সমাজ বিজ্ঞান) মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এছাড়া সহ-সভাপতি পদে অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার, কোষাধ্যক্ষ পদে ডঃ আনোয়ার হোসেন ও যুগ্ম সম্পাদক পদে ডঃ আব্দুর রব চৌধুরী (ভূগোল) মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। সদস্য পদে এ বছর বেশ কয়েকজন পরিচিত মুখ এসেছে। এদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শাহাদত আলী ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক (চেয়ারম্যান গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ) মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এ ছাড়া রয়েছেন ডঃ আনোয়ার হোসেন (প্রাণ রসায়ন), ডঃ আবুল কালাম আজাদ, চৌধুরী (ফার্মেসী) ও কলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম (দর্শন)। এ ৫ মনোনয়ন জমাদানকারীর মধ্যে প্রথম ৪ জন নীল ও শেষোক্তজন গোলাপী প্যানেলের। জানা গেছে, মনোনয়ন বাতিল হয়েছে সাদা প্যানেলে একজন প্রার্থীর। তিনি ডঃ এরশাদুল বারী (আইন)। কদিন আগে জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। যে কারণে শিক্ষক সমিতি থেকে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। জানা গেছে, ভোটার তালিকায় ডঃ বারীর নাম না থাকার কারণে তার মনোনয়ন বাতিল হয়ে যায়।

একটি সূত্র জানিয়েছে, এবার বেশ বুঝাপড়ার মাধ্যমে সাদার একক প্যানেল দাঁড় করানো সম্ভব হয়েছে। বিএনপি'র উচ্চ মহলের নির্দেশেই স্বাধীনতা বিরোধী জামাত ও সরকারি দল সমর্থিত প্রার্থীরা একাত্ম হয়েছেন।

এ সূত্রটিই জানিয়েছে, জামাত-শিবিরের একাত্মতার ফসল কামরুল আহসান চৌধুরী আদর্শগতভাবে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি জামাতের সমর্থক। জামাতিদেরকে দলে টানতে সাদা প্যানেল তার জন্যে সাধারণ সম্পাদক পদটি ছাড় দিয়েছে। ১ জন শিক্ষক এটিকে জামাতের জন্যে বিএনপি'র 'উপহার' বলে উল্লেখ করে। কয়েকজন শিক্ষক জানান, সরকার সমর্থিত সাদা প্যানেলের শিক্ষক ডঃ আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীকে প্রো-ভিসি করে আনা হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিএনপি'র উচ্চ মহল দৃঢ়। কিন্তু তাকে জামাতি শিক্ষকরা মানতে চান না। সরকার সমর্থিত কিছু শিক্ষকও তাকে অপছন্দ করেন। ফলে অধ্যাপক কামরুল আহসান চৌধুরীকে একটি ভালো পদে এনে জামাতিদের সঙ্গে সমঝোতা করা হচ্ছে। বেশ কয়েকজন শিক্ষক জানান, জামাত ও বিএনপি'র সমঝোতায় সরকার সমর্থিত শিক্ষকদের একটি অংশ অখুশী। ভিন্ন প্যানেল দেয়নি কিন্তু ভোট দেয়ার সময় হেরফের করবে। সরকার সমর্থিত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এ অংশটি বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এ অংশটি বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির প্যানেল 'নীল'-এ আসার সম্ভাবনা খুব বেশি। তাছাড়া বর্তমান সরকারের কার্যকলাপ অনেক সাধারণ শিক্ষককে 'নীল' প্যানেলের ভোট দিতে উৎসাহ যোগাবে বলে কয়েকজন শিক্ষক জানান।

গোলাপী যদিও তাদের প্যানেল জমা দিয়েছে। তবু 'নীল-এর সঙ্গে সমঝোতার ব্যাপারে এখনো কেউ কেউ আসা রাখছেন। গোলাপী প্যানেলের সমর্থক এক শিক্ষক জানান, নীলের সঙ্গে একাত্ম হবার সম্ভাবনা এখনো শেষ হয়ে যায়নি।